যুগান্তর

তারিখ ... 13 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ ...

এমসিকিউ উঠিয়ে দিতে শিক্ষা সচিবের মত

এসএসসির ১২ বই সুখপাঠ্য করা হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক পরীক্ষা থেকে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পুরোপুরি তুলে দেয়া উচিত। এটি শিক্ষার্থীদের ধ্বংস করছে। বিভিন্ন দুর্নীতির পথ তৈরি করছে। এ মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। সহজ ও নতুন করে লেখা নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছয়টি পাঠ্যবই হস্তান্তর উপলক্ষে সচিবালয়ে মঙ্গলবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সচিব আরও বলেন, 'এমসিকিউ পরিপূর্ণভাবে তুলে দেয়া উচিত। এটা এ কারণে যে, এমসিকিউ শিক্ষার্থীদের ধ্বংস করছে। যে কোনো উপায়ে শিক্ষককে কনভিন্স করে ওই কক্ষের সব ছাত্রছাত্রী যাতে এমসিকিউয়ের পূর্ণ নম্বর ৩০ পেতে পারে, বেশকিছু প্রতিষ্ঠান সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এটা অর্থের বিনিময়ে হচ্ছে বলে আমাদের কাছে রিপোর্ট আসছে। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমরা নিশ্চয়ই আগামীতে আপনাদের (শিক্ষাবিদ) সঙ্গে বসব।'

২০১০ সালে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পর থেকে লিখিত পরীক্ষার মোট

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

এমসিকিউ উঠিয়ে দিতে শিক্ষা সচিবের মত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নম্বরের ৪০ শতাংশ এমসিকিউ নেয়া হচ্ছে। উল্লিখিত অভিযোগের কারণে গত এসএসসি পরীক্ষা থেকে ৩০ শতাংশ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্ন হচ্ছে। এখন শিক্ষা সচিব সেটাও তুলে দেয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেন। তিনি এমসিকিউয়ের আরেকটি নেতিবাচক দিক উল্লেখ করে বলেন, 'অনেক শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিচ্ছে। এটি এ পদ্ধতির আরেকটি ধ্বংসাত্মক দিক। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, শিক্ষার্থী সব বিষয়ে আশির ওপরে নম্বর পেয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সৃজনশীলে ৮০ পাওয়ার পরও শুধু এমসিকিউতে আলাদাভাবে ১০ নম্বর না পাওয়ায় পাস করতে পারেনি। দেখা গেল, ওই বিষয়ে ১০-এর পরিবর্তে ৭-৮ পেয়েছে। এ কারণে ছাত্রটি ফেল করেছে।'

এমসিকিউতে পাস নম্বর না পেয়ে ফেল করার ক্ষেত্রে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের ১০ শিক্ষার্থীর তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে অভিযোগ এসেছে শিক্ষক পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে খাতা নিয়ে গেছেন। এ ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে। আমরা জানতে চাই, শিক্ষার্থী ১০ নম্বরের উত্তর দিয়ে ৮ পেয়েছে, না ৩০ নম্বরে উত্তর দিয়ে ৮ পেয়েছে।' দেশে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন যুক্ত হয়।

রচনা শেষ হয়নি আরও একটি : এসএসসির ১২টি পাঠ্যবই সুখপাঠ্য করার উদ্যোগ নেয় সরকার। এ লক্ষ্যে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব দেয়া হয়। ওইগুলোর মধ্যেই বিজ্ঞানের ছয়টি বই পুনর্লিখন ও সহজ করে মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে এ সিরিজের হিসাববিজ্ঞান বইটির প্রণয়ন কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। অথচ মাত্র সাড়ে তিন মাস পর শুরু হবে শিক্ষা বর্ষ। এর আগে বাকি পাঁচটি বইয়ের কাজ শেষ করে জমা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার হস্তান্তর করা নবম-দশম শ্রেণীর বইগুলো হচ্ছে— পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, উচ্চতর গণিত, জীববিজ্ঞান ও সাধারণবিজ্ঞান।পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন কমিটির সদস্য ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদসহ টিমের অন্য সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও এ কমিটির সমন্বয়ক চৌধুরী মুফাদ আহমদ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ন চন্দ্র সাহা, অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকীসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে বইগুলোর সম্পূর্ণ সম্পাদিত সিডিও তুলে দেয়া হয়।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নবম ও দশম শ্রেণীর পরিমার্জিত পাঠ্যবইগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় ও সহজপাঠ্য হবে। বইয়ের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নতুন পরিমার্জিত বইগুলো আগামী বছরই শিক্ষার্থীরা হাতে পাবে। পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অন্যান্য বইয়ের মানও বাড়ানো হবে।

তিনি বলেন, বইগুলোর মান উন্নত করা হয়েছে। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকের মানের দৃশ্যমান অগ্রগতি হল। এগুলোর উপস্থাপনা সুন্দর ও বইগুলো সুখপাঠ্য হবে। শিক্ষার্থীরা পড়ে নিজেরাই বুঝতে পারবে। নতুন পরিমার্জিত বইগুলোকে চমৎকার। পাঠ্যবইয়ের মান বৃদ্ধির প্রভাব অন্যান্য ক্ষেত্রের মান বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। পরিমার্জন কমিটির প্রধান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি শিক্ষক অধ্যাপক মো. কায়কোবাদ বলেন, নতুন বইগুলো শিক্ষার্থীরা আনন্দ নিয়ে পড়বে। কমিটির অন্যতম সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আশা করি বইগুলো নির্ভুল হবে। বই পরিমার্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাকে তিনি তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় কাজের অন্যতম বলে অভিহিত করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর